মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ অগাস্ট ২০১৮

প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। একটি গণভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের জন্য সচেষ্ট থাকে।

২০১৩ সাল থেকে শুরু হওয়া প্রচন্ড রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতি মাসে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও এই রিপোর্টে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাই শুধুমাত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সূচীপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-অগাস্ট ২০১৮ .... ৪

ভূমিকা ৫

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ৬

সভা-সমাবেশে হামলা ৬

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ১৩

নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগ ১৬

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ১৭

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ১৯

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ১৯

গুম ২০

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের নির্যাতন ও জবাবদিহিতার অভাব ২২

কারাগার পরিস্থিতি ২৪

গণপিটুনি ২৪

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও আসন্ন নির্বাচন ২৪

দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ২৬

শ্রমিকদের অধিকার ২৭

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ২৮

ভারত সরকারের আগ্রাসন ২৮

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা ২৯

নারীর প্রতি সহিংসতা ৩১

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৩২

সুপারিশ ৩৪

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-অগাস্ট ২০১৮

১-৩১ অগাস্ট ২০১৮*

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরণ			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	অগাস্ট	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৮	৬	১৭	২৮	১৪৯	৫০	৬৯	২৪	৩৬১
	গুলিতে নিহত		১	১	০	০	০	০	০	০	২
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	২	০	০	০	৪
	মোট		১৯	৭	১৮	২৯	১৫১	৫০	৬৯	২৪	৩৬৭
গুম			৬	১	৫	২	১	৩	৫	৪	২৭
কারাগারে মৃত্যু			৬	৫	৯	৭	৮	৫	৭	৪	৫১
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	১	০	০	০	০	১	০	৪
	বাংলাদেশী আহত		৩	৫	১	২	০	১	০	১	১৩
	বাংলাদেশী অপহৃত		২	০	০	৩	৪	০	০	০	৯
	মোট		৭	৬	১	৫	৪	১	১	১	২৬
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		১২	৬	১	২	৩	১	৩	১২	৪০
	লাঞ্ছিত		১	৩	৩	০	০	০	০	১০	১৭
	হুমকির সম্মুখীন		২	১	৩	০	১	১	০	১	৯
	মোট		১৫	১০	৭	২	৪	২	৩	২৩	৬৬
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৯	৫	৯	১১	১৩	২	৩	২	৫৪
	আহত		৬১৯	৪২৪	৩৩৫	৪২৮	২৯৭	১৫৩	২১৬	২৫২	২৭২৪
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১২	১৬	১৫	২১	১২	৬	১০	১৪	১০৬
ধর্ষণ			৪৬	৭৮	৬৭	৬৯	৫৮	৪৮	৫৯	৫০	৪৭৫
যৌন হয়রানীর শিকার			১৫	১৪	২৫	২৪	১৯	৬	১১	৭	১২১
এসিড সহিংসতা			২	১	৩	৪	২	০	৫	৬	২৩
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৫	৬	৮	২	৫	২	৪	৩	৩৫
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	১	০	১	০	০	০	২
		আহত	২০	০	৪০	০	৩৫	২৭	১০	০	১৩২
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৯	১১	৭	৮	১৮	৭	৪	৬	৭০
		আহত	৮	৪	০	৩	৪	৩	৯	০	৩১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)- এ গ্রেফতার **			২	১	০	০	৩	০	২	২৭	৩৫

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

** সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার, গুজব ছড়ানো ও সরকার বিরোধী" পোস্ট দেওয়ার কারণে ২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

ভূমিকা

১. এই প্রতিবেদনে ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র ভোটারবিহীন ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের[১] মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর আরো ব্যাপকভাবে সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণ এবং তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার মাধ্যমে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নসাৎ করে দিয়ে দেশে এক ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতামূলক সরকারের অভাবে মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। এই সময়ে নিরাপদ সড়কের দাবিতে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন চালালে পুলিশের হাতে দমন-পীড়নের শিকার হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে হেলমেট পড়া দুর্বৃত্তদের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালাতে দেখা গেছে। এরা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ এবং যুবলীগের কর্মী বলে অভিযোগ উঠলেও সরকারের তরফ থেকে তা অস্বীকার করা হয়েছে।

২. যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের গাড়িতে সন্ত্রাসী হামলাসহ একজন বিশিষ্ট নাগরিকের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফটোগ্রাফার ও মানবাধিকার কর্মীকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড, গুম এবং হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে এবং পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা এই সময়ে সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছেন।

৩. ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত ছিল অগাস্ট মাসে।

৪. ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস বাকি। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ভূমিকা এবং দমন-পীড়নের মাধ্যমে সরকার নির্বাচনী মাঠে একচ্ছত্র প্রধান্য বিস্তার করেছে।

৫. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভাবে জবাবদিহিতা না থাকায় দুর্নীতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে এবং দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাচার করার অভিযোগ রয়েছে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর কোনোই ভূমিকা রাখেনি।

৬. বাংলাদেশের প্রতি ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপ অব্যাহত ছিল।

---

[১] আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন), নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

৭. মিয়ানমারে গণহত্যার শিকার হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা বেঁচে থাকার জন্য কঠিন অবস্থার মধ্যে জীবন-যাপন করছেন।

৮. এই মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস, যৌন হয়রানি এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

৯. মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা অব্যাহত রয়েছে।

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

সভা-সমাবেশে হামলা

১০. দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার ফলে সভা-সমাবেশের অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। নিবর্তনমূলক আইনগুলো ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে ভিন্নমতাবলম্বী ও শিক্ষার্থীদের আটক ও তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সরকার সমর্থক দুর্বৃত্তদের হাতে সহিংসতার শিকার হয়েছেন সাংবাদিকরা।

১১. গত ২৯ জুলাই ঢাকার বিমানবন্দর সড়কে প্রতিযোগিতা করে দুই বাসের চালক গাড়ি চালালে বাস ফুটপাথে উঠে যায় এবং শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজের দুই শিক্ষার্থী নিহত এবং বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। এই ঘটনার ব্যাপারে সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের নেতা নৌমন্ত্রী শাজাহান খানকে প্রশ্ন করলে তিনি হেসে বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে ভারতের একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৩ জনের মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেন। এর ফলে নৌমন্ত্রী শাজাহান খানের পদত্যাগ এবং ঘাতক বাসচালকদের বিচার ও নিরাপদ সড়কসহ ৯ দফা দাবিতে ঢাকাসহ সারাদেশে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা (১০-২০ বছর বয়সী শিশু কিশোর) রাস্তায় নেমে আসে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে ট্রাফিক পুলিশের পাশাপশি রাস্তায় চলাচলরত গাড়ির কাগজপত্র চেক করা শুরু করে। এই সময় শিক্ষার্থীরা ঢাকা শহরে মন্ত্রী-সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার গাড়ি বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ও লাইসেন্সবিহীন অবস্থায় পান। বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁদের অভিভাবকসহ সাধারণ মানুষও রাস্তায় নেমে আসে। সরকার শিক্ষার্থীদের দাবি ন্যায়সংগত বলে তা পূরণ করার আশ্বাস দেয়, কিন্তু তা বাস্তবায়নে কার্যকর কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় শিক্ষার্থীরা আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। পরবর্তীতে সরকার আন্দোলন বন্ধ করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করলেও তা কাজে

আসেনি।[২] এই সময় ঢাকা শহরসহ সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ ও সেই সঙ্গে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশের ওপর হামলা চালায়।[৩] গত ২ থেকে ৫ অগাস্ট পর্যন্ত ঢাকার মিরপুর ১০ নম্বর এলাকায়, ঢাকার ঝিগাতলা এলাকায়, ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালালে[৪] অনেক শিক্ষার্থী আহত হন। এই সময় সরকার সমর্থক দুর্বৃত্তরা গুলি চালায় বলেও অভিযোগ রয়েছে এবং পুলিশ পেছন থেকে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছে আর সামনে এগিয়ে এসে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা লাঠি-রড-রামদা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেছে। এই সময় তাদের হামলা থেকে নারী, সাংবাদিক ও বৃদ্ধ পথচারীরাও রেহাই পাননি।[৫] এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, শাহবাগ, সায়েন্স ল্যাবরেটরি ও এ্যালিফ্যান্ট রোডেও পুলিশ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর যৌথ হামলা চালায়।[৬] ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, বগুড়া, ফেনী, খুলনা, ময়মনসিংহ ও মানিকগঞ্জে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও শ্রমিকলীগের নেতাকর্মীরা হামলা করেছে।[৭] গত ৬ অগাস্ট আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় বেসরকারি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করলে পুলিশ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে।[৮] পুলিশ আন্দোলকারী শিক্ষার্থীদের ‘গুজব ছড়ানোর’ কথিত অভিযোগে গ্রেফতারের নামে দমনপীড়ন চালাচ্ছে এবং ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে কিন্তু আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের এখনও গ্রেফতার করেনি।[৯] ফলে ব্যাপক হারে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন সংক্রান্ত পোস্ট তাদের ফেসবুক থেকে মুছে দিতে থাকে। এদিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের গ্রেফতারের জন্য গত ৮ অগাস্ট রাতে পুলিশ ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকাসহ আশেপাশে দুই ঘন্টাব্যাপী ‘ব্লক রেইড’ চালিয়েছে।[১০] এই এলাকায় বিভিন্ন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাসা ভাড়া নিয়ে মেস বানিয়ে একত্রে বসবাস করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এক প্রতিবেদনে বলেছে, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও

[২] প্রথম আলো, ৩ অগাস্ট ২০১৮
[৩] প্রথম আলো, ৩ অগাস্ট ২০১৮
[৪] যুগান্তর, ৩ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/76561/
[৫] প্রথম আলো, ৬ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1548116/
[৬] নয়াদিগন্ত. ৬ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/339169/
[৭] মানবজমিন. ৫ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=129268&cat=3/
[৮] প্রথম আলো, ৭ অগাস্ট ২০১৮
[৯] দি ডেইলি স্টার, ১৭ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/news/city/protest-for-safe-roads-11-university-students-denied-bail-again-1621561
[১০] যুগান্তর. ৯ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/78585/

সাংবাদিকদের গণগ্রেফতারে বাংলাদেশে এক আতঙ্কজনক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, যা বাক-স্বাধীনতাকে ব্যাপকভাবে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।[১১]

ঢাকার মিরপুরে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীরা পুলিশের সঙ্গে একজোট হয়ে নিরাপদ সড়কে দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। ছবি: নিউ এজ, ৪ অগাস্ট ২০১৮

ঢাকার জিগাতলায় হেলমেট পরিহিত অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। ছবি: নিউ এজ, ৫ অগাস্ট ২০১৮

[১১] শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ঘিরে চলছে গণগ্রেফতার/ যুগান্তর ১৬ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/81146/

হামলায় আহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন তাঁর সহপাঠিদের সঙ্গে। ছবি: দি ডেইলি স্টার, ৫ অসাস্ট ২০১৮

ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ। ছবি: নিউ এজ, ৬ অগাস্ট ২০১৮

ঢাকার সাইন্স ল্যাব চত্বরে পুলিশ বক্সের সামনে ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার রাহাত করিমের ওপর আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলা। হামলায় রক্তাক্ত রাহাত করিম। ছবি: দি ডেইলি স্টার, ৬ অগাস্ট ২০১৮

রাজধানীর ঝিগাতলায় পুলিশের উপস্থিতিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর দেশীয় অস্ত্র হাতে হেলমেট পরিহিত যুবকদের হামলা। ছবি: যুগান্তর, ৬ অগাস্ট ২০১৮।

ঢাকার শাহবাগ এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ছবি: নিউ এজ, ৭ অগাস্ট ২০১৮।

নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনরত বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আটককৃত শিক্ষার্থীদের ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হয়। ছবিঃ প্রথম আলো ৮ আগস্ট ২০১৮

১২. নিরাপদ সড়কের দাবীতে আন্দোলকারী শিক্ষার্থী ও তাঁদের সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে ২৯ জুলাই থেকে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন থানায় ৫২টি মামলা দায়ের হয়েছে। এসব মামলায় ৫ হাজার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করা হয়েছে। এরমধ্যে ৪৩টি মামলায় অন্তত ৮১ জনকে দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং রিমান্ডে নিয়ে তাদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে তাদের আইনজীবীরা অভিযোগ করেছেন।[১২] গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭ জন শিক্ষার্থী এবং অন্তত চারজন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী রয়েছেন। এই চারজনের মধ্যে ঢাকার মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজের দুই শিক্ষার্থীকে আদালত শিশু গণ্য করে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠিয়েছে। যদিও পুলিশ এজাহারে তাঁদের বয়স ১৮ বলে উল্লেখ করেছে।[১৩] গত ১৯ ও ২০ অগাস্ট গ্রেফতারকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭৪ জন শিক্ষার্থীকে জামিন দেয় আদালত।[১৪] শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রতি সহনুভূতিশীল সাধারণ নাগরিকদেরও গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ৫ অগাস্ট নারী উদ্যোক্তা বর্ণালী চৌধুরী লোপা (৩৫) নিউমার্কেট থেকে ধানমন্ডির দিকে যাওয়ার পথে সরকার সমর্থকরা তাঁকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বর্ণালী চৌধুরীকে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়সহ ধানমন্ডিতে হামলা-ভাংচুরের তিনটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়েছে পুলিশ। তাঁর ছয় দিনের রিমান্ডও মঞ্জুর করেছে আদালত। এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, বর্ণালীর মুঠোফোন পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তিনি নিরাপদ সড়ক আন্দোলনকারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেছিলেন।[১৫]

১৩. উল্লেখ্য, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও লাইসেন্সবিহীন চালকদের কারণে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং বহু মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করছেন বা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যাপক দুর্নীতির যোগসূত্র রয়েছে। নৌমন্ত্রী শাজাহান খানসহ সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের নেতা ও পরিবহনের মালিক হওয়ায় দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাসচালকদের বিচারের সম্মুখিন করা হচ্ছে না এবং গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ফলে সড়কে দায়মুক্তির সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

১৪. অগাস্ট মাসে সরকার শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমনের পাশাপাশি বিরোধীদলকে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করতে বাধা দিয়েছে, বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে যে কোন অজুহাতে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার

---

[১২] নিউএজ, ১৬ অগাস্ট ২০১৮

[১৩] প্রথম আলো, ১৯ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1554235/

[১৪] ২০ অগাস্ট যুগান্তর ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/82563/ ২১ অগাস্ট যুগান্তর ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/82880/

[১৫] প্রথম আলো ১৭ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1553991/

করেছে। এছাড়া দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিজ বাড়িতে অনুষ্ঠিত ঘরোয়া বৈঠকেও হামলা করেছে সন্ত্রাসীরা। অনেক ঘটনার মধ্যে কয়েকটি ঘটনা নিচে তুলে ধরা হলোঃ

১৫. গত ৫ অগাস্ট ঢাকার মোহাম্মদপুরে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বদিউল আলমের বাসায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট নৈশভোজের পর ফেরার পথে একদল সন্ত্রাসী তাঁর গাড়ির ওপর হামলা চালায়। এরপর তারা বদিউল আলমের বাসায়ও হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। এই সময় বদিউল আলমের ছেলে ড.মাহাবুব মজুমদার আহত হন।[১৬]

১৬. গত ৯ অগাস্ট চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজিত সম্মেলনের ব্যানারে সরকারবিরোধী বক্তব্য থাকার অভিযোগে পুলিশের বাধার মুখে তা পণ্ড হয়ে যায়।[১৭] গত ২৩ অগাস্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়ার বাড়িতে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান পুলিশের বাধার মুখে পণ্ড হয়ে গেছে।[১৮] গত ২৩ অগাস্ট বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদের ঈদ শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানে আগত নেতাকর্মীদের ওপর স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও শ্রমিকলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালালে ১৫ জন আহত হন।[১৯] গত ২২ অগাস্ট সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই ও শাল্লা উপজেলায় পুলিশের বাধার মুখে ঈদের জামাতে অংশ নিতে পারেননি যুদ্ধপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আইনী লড়াই করা আইনজীবী শিশির মনির।[২০] গত ৫ অগাস্ট বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতাকর্মীরা মতিঝিল ও কমলাপুরে পথসভা শেষ করে ফেরার সময় আরামবাগ পুলিশ ফাঁড়ির সামনে পুলিশ সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টের যুগ্ম আহ্বয়াক গফুর মিয়া, সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এএএম ফয়েজ হোসেন ও সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা হুমায়ন কবির মুজিবকে গ্রেফতার করে।[২১] গত ২০ অগাস্ট পুলিশ চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অহিদুল ইসলাম বিশ্বাসকে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে[২২], ২৩ অগাস্ট নোয়াখালি জেলার চাটখিল উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে স্থানীয় বিএনপি ও ছাত্রদলের ৪ নেতাকে, ২৩ অগাস্ট ঢাকা জেলার দোহার

[১৬] মানবজমিন, ৬ অগাস্ট ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=129437&cat=2/
[১৭] মানবজমিন, ১০ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=130094&cat=3/
[১৮] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীও পাঠানো প্রতিবেদন
[১৯] যুগান্তর, ২৫ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/83344/
[২০] নয়াদিগন্ত, ২৫ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/more-news/343335/
[২১] মানবজমিন, ৭ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=129578&cat=10/
[২২] নয়াদিগন্ত, ২৫ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/343354/

উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে এবং ২৪ অগাস্ট লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমএ হান্নানকে গ্রেফতার করে।[২৩]

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

১৭. সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। এই কারণে অনেক সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিক সরকারের চাপে সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে এবং বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে সরকার বন্ধ করে রেখেছে। এছাড়া কর্তবরত সাংবাদিকদের ওপর হামলা করছে সরকারদলীয় সমর্থকরা। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

১৮. গত ৫ অগাস্ট রাতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলোকচিত্রী শহীদুল আলমকে তাঁর ধানমন্ডির বাসা থেকে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা তুলে নিয়ে যায়। মিথ্যা তথ্য প্রচার ও গুজব ছড়ানোর অভিযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই দিন বিকেলে শহীদুল আলমকে খালি পায়ে যখন আদালতে নেয়া হয়, তখন তিনি খোঁড়াচ্ছিলেন। শুনানির সময় তিনি আদালতকে বলেন, তাঁকে বাসা থেকে চোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে মারধর করা হয়। ডিবি কার্যালয়ে তাঁর নাকে ঘুষি মারেন এক কর্মকর্তা। এতে নাক থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, তাঁর পাঞ্জাবি রক্তে ভিজে যায়। পরে পাঞ্জাবি ধুয়ে, শুকিয়ে তা পড়িয়ে তাঁকে আদালতে আনা হয়।[২৪] এরপর আদালত তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাতদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।[২৫] গত ৭ অগাস্ট শহীদুল আলম এর স্ত্রী রেহনুমা আহমেদের দায়েরকৃত এক রিট আবদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তাঁকে পরীক্ষার জন্য পাঠানোর নির্দেশ দেয় এবং তাঁর মেডিকেল পরীক্ষার পর গত ৯ অগাস্টের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়।[২৬] রিমান্ড শেষে শহীদুল আলমকে ঢাকা মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে তাঁর আইনজীবীর অনুপস্থিতিতে শুনানির পর ১৩ অগাস্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে কারাগারে পাঠান। ইতিমধ্যে নিম্ন আদালত দুইবার তাঁর জামিন নামঞ্জুর করেন।[২৭] গত ২৮ অগাস্ট তাঁর জামিনের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট

---

[২৩] নয়াদিগন্ত, ২৬ অগাস্ট ২০১৮/ http://m.dailynayadiganta.com/detail/news/343482/ যুগান্তর, ২৫ অগাস্ট ২০১৮ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/83421/ নয়াদিগন্ত, ২৬ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/343483/

[২৪] প্রথম আলো, ৭ অগাস্ট ২০১৮

[২৫] যুগান্তর, ৭ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/77899/

[২৬] দি ডেইলি স্টার, ২৮ অগাস্ট ২০১৮

[২৭] দি ইন্ডিপেনডেন্ট, ৩০ অগাস্ট ২০১৮

দাখিল করা হলে আদালত সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে শুনানি ধার্য করে।[২৮] উল্লেখ্য, আটক হওয়ার আগে শহীদুল আলম চলমান ছাত্র আন্দোলন নিয়ে তাঁর ফেসবুকে কিছু ভিডিও পোস্ট করেন এবং আলজাজিরায় এক সাক্ষাৎকারে বতমান সরকারকে অনির্বাচিত আখ্যায়িত করে সরকারের দুর্নীতি, ব্যাংক লুট, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও বিরোধীমতের লোকজনকে গুম করাসহ সরকারের নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন তিনি।[২৯]

আলোকচিত্রী শহীদুল আলমকে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা খালিপায়ে আদালতে হাজির করে। ছবি: ডেইলি স্টার, ৭ অগাস্ট ২০১৮

১৯. গত ৫ অগাস্ট ঢাকার সায়েন্স ল্যাবরেটরি ও এর আশে পাশে এলাকায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর সরকার দলীয় ব্যক্তিদের হামলার সংবাদ সংগ্রহ করতে যেয়ে তাদের হাতে হামলার শিকার হয়েছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা। এই সময় সরকারদলীয় ব্যক্তিরা লাঠিসোঁটা, রড, রামদা দিয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁদের গুরুতর আহত করে বলে অভিযোগ রয়েছে। আহত সাংবাদিক ও ফটোসাংবাদিকরা হচ্ছেন,

---

[২৮] প্রথম আলো, ২৯ অগাস্ট ২০১৮, http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=129578&cat=10/

[২৯] যুগান্তর ৭ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/77899/

প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আহমেদ দীপ্ত, নাগরিক টিভির স্টাফ রিপোর্টার আবদুল্লাহ শাফি, সারাবাংলার বিশেষ প্রতিনিধি গোলাম সামদানী, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) ফটোসাংবাদিক এএম আহাদ, প্রথম আলোর সাজিদ হোসেন, আমেরিকাভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম জুমা প্রেসের রিমন, নাগরিক টিভির মোহাম্মদ কামরুল হাসান, দৈনিক বণিক বার্তার পলাশ রহমান, নিউজ পোর্টাল বিডি মর্নিংয়ের আবু সুফিয়ান জুয়েল, দৈনিক জনকণ্ঠের ইবনুল আসাদ জাওয়াদ ও নয়াদিগন্তের শরীফ হোসেন। আহত ফ্রিল্যান্স ফটো সাংবাদিকরা হলেন রাহাত করীম, এনামুল হাসান, মারজুক হাসান, হাসান জুবায়ের ও এন কায়েস হাসিন।[৩০] গত ১৮ অগাস্ট বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলায় দলিল লেখক সমিতির কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে যুবলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই সময় যুবলীগের এক গ্রুপ ধুনট মডেল প্রেসক্লাবে হামলা চালিয়ে দৈনিক সমকালের ধুনট প্রতিনিধি গিয়াস উদ্দিন টিক্কাকে মারধর করে।[৩১]

২০. আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'বিভ্রান্তিমূলক তথ্য' ও 'গুজব' ছড়িয়ে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম উস্কানি দেয়া এবং প্রধানমন্ত্রীকে কটুক্তি করার অভিযোগে ২৯ জুলাই থেকে ১১ অগাস্ট পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ১৬ জনকে গ্রেফতার করে তাঁদের প্রতি অমানবিক আচরণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩২] গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ার অন্তঃসত্ত্বা স্কুলশিক্ষিকা নুসরাত জাহান সোনিয়া[৩৩], অভিনেত্রী কাজী নওশাবা আহমেদ[৩৪], কফিশপের মালিক ফারিয়া মাহজাবিন[৩৫] এবং কোটা সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক লুৎফর নাহার লুমা[৩৬] রয়েছেন। আওয়ামী লীগ সভাপতির অফিসে শিক্ষার্থী খুন ও ধর্ষণের কথা ছড়ানোর অভিযোগ ছিল গোলাপী সালোয়ার-কামিজ পড়া অজ্ঞাতনামা এক নারীর বিরুদ্ধে। লুৎফর নাহার লুমার গোলাপী সালোয়ার-কামিজ থাকায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৩৭] এছাড়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ধরে মারধর করে থানায় সোপর্দ করার পর তাঁদের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২১. গত ৯ অগাস্ট ফেসবুকে সরকার, আওয়ামী লীগ ও সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবার নিয়ে বিভিন্ন কটূক্তিমূলক স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাফসান আহমেদকে ক্যাম্পাস

---

[৩০] প্রথম আলো, ৬ অগাস্ট ২০১৮
[৩১] মানবজমিন, ১৯ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=131555&cat=9/
[৩২] নিউএজ, ১৬ অগাস্ট ২০১৮
[৩৩] মানবজমিন, ৬ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=129425&cat=3/
[৩৪] মানবজমিন, ৫ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=129278&cat=2/
[৩৫] যুগান্তর, ১৮ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/81751/
[৩৬] নয়াদিগন্ত, ১৬ অগাস্ট ২০১৮
[৩৭] প্রথম আলো, ১৭ অগাস্ট ২০১৮

থেকে তুলে নিয়ে তাঁকে শাহবাগ থানায় সোপর্দ করেছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।[৩৮]

২২. ঢাকা জেলার সাভারের স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক ফুলকি'র অনলাইনে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তি করার অভিযোগে পত্রিকার সম্পাদক নাজমুস সাকিবের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করেছেন সাভার উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ ফরিদ আল রাজী।[৩৯]

২৩. নিরাপদ সড়ক আন্দোলনকারীদের দমনের পর সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি এবং ক্ষমতাসীনদলের বিরুদ্ধে বক্তব্য বা ফেসবুকে পোস্ট দেয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিস্কার ও কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের সময় ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তি করার অভিযোগে গত ৮ অগাস্ট টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জাকিয়া রহমান, সুমাইয়া ইসলাম, জাকিয়া বেগমকে, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগকে নিয়ে কটুক্তি করার অভিযোগে মোহাম্মদ তানবীর হাসানকে, গুজব ছড়ানোর অভিযোগে ওবায়দুল্লাহ এবং বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টা করার অপরাধে মুহাম্মদ ইমরান হোসেনকে সাময়িক বহিস্কার এবং আইনশৃংখলা নিয়ে কটুক্তি করার অভিযোগে শিক্ষার্থী মেহনাজ জামান এবং শুভ্র দেবনাথকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়।[৪০]

২৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক আদেশে তাঁদের অনুমতি ছাড়া শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মতামত দেয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।[৪১]

নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগ

২৫. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারাটি[৪২] মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করাসহ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলেও সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা

---

[৩৮] যুগান্তর, ১০ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/79101/
[৩৯] যুগান্তর, ১১অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/79468/
[৪০] মানবজমিন, ৯ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=129899
[৪১] মানবজমিন, ১০ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=130111&cat=2/
[৪২] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনে[৪২] র বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোন মন্তব্য লেখা, এমনকি এই সংক্রান্ত পোস্ট ‘লাইক’ দেয়ার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা অগাস্ট মাসেও অব্যাহত ছিল। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এর ৫৭ ধারাটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এর পরিবর্তে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন[৪৩] তৈরি করেছে সরকার, যা এখন জাতীয় সংসদে পাসের অপেক্ষায় আছে।[৪৪] তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের মত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনও অত্যন্ত সমালোচিত এবং এই নতুন আইনটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের চেয়েও বেশি নিবর্তনমূলক বলে মনে করেন নাগরিক সমাজ।

২৬.***অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ২৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁদেও বিরুদ্ধে‘‘মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার, গুজব ছড়ানো ও সরকার বিরোধী” পোস্ট দেয়ার অভিযোগ এনে ২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই সংক্রান্ত ঘটনাগুলো প্রতিবেদনের আগের অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।**

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন

২৭. ***অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ২ জন নিহত ও ২৫২ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২০টি ও বিএনপি’র ৫টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২১৬ জন আহত হয়েছেন এবং বিএনপি’র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।**

রাজনৈতিক সহিংসতা		
মাস	**নিহত**	**আহত**
অগাস্ট ২০১৮	**২**	**২৫২**

২৮.ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়নসহ চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখল, অপহরণ, সাধারণ নাগরিক ও নারীদের ওপর সহিংসতা এবং যৌন হয়রানির মত ঘটনা ঘটানোর

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৪৩] তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারাসহ ৫টি ধারা বাতিল করার সুপারিশ করা হলেও ঐ ধারাগুলো প্রস্তাবিত ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে’ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আইনের খসড়ায় কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ সংক্রান্ত ৩২ ধারাটি[৪৩] সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে এই ধারা বাতিলের দাবি করেছেন নাগরিক সমাজের সদস্যবৃন্দ ও সাংবাদিকরা।

[৪৪] যুগান্তর, ১০ এপ্রিল ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/36851/

অভিযোগ রয়েছে। জনগণের কাছে কোনো জবাবদিহিতা না থাকায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এই ধরণের দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে হতাহতের ঘটনাও ঘটাচ্ছে তারা। এইসব ঘটনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বিচারের আওতায় আনা হয়নি।

২৯. 'গুজব' প্রচারের অভিযোগ তুলে গত ৬ অগাস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের ছয় শিক্ষার্থীকে মারধর করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এরপর তারিকুল ও জোবায়দুল হক নামে দুই শিক্ষার্থীকে শাহবাগ থানায় সোপর্দ করা হয়। পরবর্তীতে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো চাপে পরে প্রক্টর গোলাম রাব্বানী দুই শিক্ষার্থীর মুক্তির ব্যবস্থা করেন।[৪৫] গত ৫ অগাস্ট চট্টগ্রামে আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ঢাকায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ভাংচুরের প্রতিবাদে মিছিল বের করলে মিছিলে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে যুবকদের দেখা যায়।[৪৬] গত ৯ অগাস্ট পাবনা শহরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ২ নম্বর ওয়ার্ডের আহ্বায়ক হাব্বান ও আওয়ামী লীগের কর্মী শাহিনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় উভয় পক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। এই সময় চারজন নারীসহ ১৫ জন আহত হন।[৪৭] গত ২৩ অগাস্ট ঝালকাঠি জেলার নলছিটিতে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মিয়া আহমেদ কিবরিয়া নেতাকর্মীদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে বাড়িতে ফেরার পর তাঁর বাড়িতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায়।[৪৮] গত ২৩ অগাস্ট বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম এলাকায় বিএনপি নেতা মোশারফ হোসেন নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করলে মোশারফ হোসেনসহ চারজন আহত হন। এই ঘটনায় উল্টো বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করে ছাত্রলীগ।[৪৯]

---

[৪৫] ইত্তেফাক, ৮ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/2018/08/08/293987.html
[৪৬] যুগান্তর, ৬ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/77575/
[৪৭] যুগান্তর, ১০ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/78978/
[৪৮] যুগান্তর, ২৫ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/83350/
[৪৯] মানবজমিন, ২৬ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=132165

গণপরিবহনের অঘোষিত ধর্মঘট চলাকালে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের মিছিলে অস্ত্র হাতে এক কর্মী। ছবিঃ যুগান্তর, ৬ আগস্ট ২০১৮

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৩০.এই বছরের ১৫ মে থেকে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে নির্বিচারে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। র‌্যাব ও পুলিশের দাবি নিহতরা সবাই মাদক ব্যবসায়ী। কিন্তু কিছু কিছু নিহতের স্বজনরা বলেছেন যে, নিহত ব্যক্তি মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করা, তথাকথিত ‘জঙ্গি’ দমন, ‘মাদকবিরোধী’ অভিযানসহ বিভিন্ন অজুহাতে অথবা কোন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মূল অপরাধীকে আড়াল করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে।

৩১. **_অধিকার_ এর তথ্যমতে ১৫ মে থেকে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত মাদকবিরোধী অভিযানের নামে ২২৮ জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। মাদকবিরোধী অভিযান ছাড়াও অগাস্ট মাসে ৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।**

আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ					
মাস	র‌্যাব	পুলিশ	ডিবি পুলিশ	বনপ্রহরী	মোট
অগাস্ট ২০১৮	১৩	৯	১	১	২৪

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাদক বিরোধী অভিযানে নিহত					
মাস	অভিযুক্ত সংস্থা				সর্বমোট নিহত
	ডিবি পুলিশ	পুলিশ	বিজিবি-র‍্যাব	র‍্যাব	
১৫ মে থেকে ৩১ মে ২০১৮	২	৯৪	০	৩৩	১২৯
জুন	৮	২৮	০	২	৩৮
জুলাই	৫	১৬	২	২৩	৪৬
অগাস্ট	০	৫	০	১০	১৫
মোট	১৫	১৪৩	২	৬৮	২২৮

গুম

৩২.অগাস্ট মাসে ৪ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ২ জনকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ও ২ জনের এখনো পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

৩৩. গুমের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ কিছু লোক আচমকা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে বিনা ওয়ারেন্টে মাইক্রোবাস বা গাড়ীতে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। ২০০৯ সালের পর থেকে এই গুমের ট্রেন্ড শুরু হয়েছে যা এখনও অব্যাহত আছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মীকে গুম করা হয়, যাঁদের মধ্যে অনেকেই এখনো ফিরে আসেননি।[৫০] তাই ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ, বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা গুম হতে পারেন এই আশংকা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছেনা। বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন থেকে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করা হচ্ছে।

৩৪.গত ৬ জুলাই রাত আনুমানিক ১১ টায় ঢাকা জেলার সাভারের তেঁতুলঝড়া ইউনিয়নের ভরালীপাড়ায় নিজ বাড়ি থেকে র‍্যাব পরিচয়ে কয়েক ব্যক্তি ফজল হক (৬০), তাঁর শ্যালক রূপাই খান রুবেল (৪০) এবং ভাতিজা মুন্নাফ হোসেন (৩৫) কে তুলে নিয়ে যায় বলে ফজল হকের স্ত্রী রেণু বেগম গত ৮ অগাস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ করেন। ঘটনার পরদিন নবীনগর র‍্যাব ক্যাম্প ও আশুলিয়া থানায় যোগাযোগ করলে

[৫০] ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকেই তাঁরা গুম হয়েছেন। এই সব ক্ষেত্রে স্পষ্টতই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জড়িত থাকার বিষয়ে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া গেছে।

তারা তাঁদের আটক করার বিষয়টি অস্বীকার করে। কিন্তু এইদিনই রুবেলকে ইয়াবাসহ গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হলে রুবেল রেনু বেগমকে জানায় তাঁদের তিনজনকেই আটক করে নবীনগর র‌্যাব ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল। পরে তাঁকে ইয়াবা দিয়ে আদালতে চালান দেয় এবং ফজল হক ও মুন্নাফ হোসেনকে র‌্যাব ক্যাম্পে রেখে দেয়া হয়। এই ব্যাপারে কোন কথা বলতে র‌্যাব সদস্যরা তাঁকে নিষেধ করে। এই খবর জানার পর তাঁরা আবার নবীনগর র‌্যাব ক্যাম্পে গেলে র‌্যাব সদস্য এসআই সঞ্জয় তাঁদের পাঁচদিন পর যোগাযোগ করতে বলেন। পাঁচদিন পর তাঁরা পুনরায় র‌্যাব ক্যাম্পে গেলে এসআই সঞ্জয় তাঁদের চিনতে পারেননি।[৫১]

৩৫. গত ৮ অগাস্ট রাত আনুমানিক ১০:২০ টায় র‌্যাব-৭ এর সাবেক কমান্ডিং অফিসার লেফটেনেন্ট কর্নেল (চাকরিচ্যুত) হাসিনুর রহমানকে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ডিওএইচএসে তাঁর স্ত্রীর বোনের বাসার সামনে থেকে ১০-১৫ জন সাদা পোশাকধারী ব্যক্তি জোর করে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে চলে যায়। এই সময় তাদের পরনে ‘ডিবি’ লেখা জ্যাকেট ছিল এবং তারা আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছিল। তাঁর স্বজনরা জানান, গত তিনদিন ধরে তাঁর বাসার সামনে বিছু অপরিচিত ব্যক্তি ঘোরাফেরা করছিল। তুলে নেয়ার আগে হাসিনুর রহমান বিষয়টি আঁচ করতে পেরে তাঁর শ্যালিকার বাসার নিরাপত্তা রক্ষী মোক্তার হোসেনকে তার মোবাইল ফোন দিয়ে ছবি তোলার জন্য বললে মোক্তার হোসেন অপেক্ষারত দুটি সাদা মাইক্রেবাসের ছবি ক্যামেরাবন্দি করেন। এর ফলে মোক্তার হোসেনকে জোর করে তারা একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় হাসিনুর চিৎকার করলে তাঁকেও অপর একটি মাইক্রোবাসে তুলে নেয়। এই সময় আশেপাশের লোকজন চিৎকার শুনে কাছে গেলে সাদা পেশাকধারী ব্যক্তিরা দ্রুত “ডিবি” লেখা জ্যাকেট গায়ে পড়ে নেয় এবং অস্ত্র প্রদর্শন করে। কিছুদুর যাবার পর ঐ ব্যক্তিরা মোবাইল ফোন রেখে মোক্তার হোসেনকে চোখ বাঁধা অবস্থায় নামিয়ে দেয়। পরে হাসিনুরের স্বজনরা ডিবি কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে তারা হাসিনুরকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করেন। গত ৯ অগাস্ট হাসিনুরের স্ত্রী শামীমা আক্তার পল্লবী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করে। এখনও তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।[৫২]

৩৬. গত ৩০ অগাস্ট সারা পৃথিবীতে জাতিসংঘ ঘোষিত “গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস” পালিত হয়েছে। ২০১০ সালের ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এর ৬৫/২০৯ রেজুলেশন অনুযায়ী গুম হওয়া ভিকটিমদের স্মরণ করা এবং তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার দাবিতে এই দিনটি পালিত হয়। এই দিবস উপলক্ষ্যে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের সঙ্গে *অধিকার* ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে এক

---

[৫১] নয়াদিগন্ত, ৯ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/city/339963/

[৫২] অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য

প্রতিবাদী সমাবেশ করে। এছাড়া *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীরা দেশের **২১টি** জেলায় গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে মিছিল-মানববন্ধন ও সভা-সমাবেশের আয়োজন করে।

গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সমাবেশে ভিকটিম পরিবার, মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ। ছবি: মায়ের ডাক

অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও ভিকটিম-পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন জেলায় মিছিল-মানববন্ধন ও সমাবেশ। ছবি: *অধিকার*

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের নির্যাতন ও জবাবদিহিতার অভাব

৩৭. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য বিশেষ করে পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে চাঁদা আদায়, ঘুষ গ্রহণ, এবং বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের ও তাদের গ্রেফতার করে নির্যাতন ও হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকার পুলিশ এবং র‍্যাবকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কাজে

ব্যবহার করার ফলে এইসব সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। শুধু বিরোধী রাজনৈতিকদলের নেতাকর্মী নন ক্ষমতাসীনদলের অনেক নেতাকর্মী ও সাধারণ নাগরিকরাও এই ধরণের পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৩৮. গত ৩ অগাস্ট রাতে খুলনা মহানগরের মাদ্রাসা রোড থেকে রাসেল খান (২৪) নামে এক যুবককে সোনাডাঙ্গা থানার এসআই সোবহানের নেতৃত্বে একদল পুলিশ তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। পরে রাসেলের স্বজনরা থানায় গেলে তাঁদের কাছে একলক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করে এসআই সোবহান। রাসেলের স্বজনরা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে রাসেলকে সোনাডাঙ্গা মডেল থানায় ২০১৭ সালে ১২ অক্টোবর দায়ের করা একটি নাশকতার মামলায় সন্দেহভাজন আসামি দেখিয়ে আদালতে চালান দেয় এসআই সোবহান।[৫৩] উল্লেখ্য রাজনৈতিক আন্দোলন দমনে পুলিশ যথেচ্ছাভাবে নাশকতার মামলা দায়ের করছে এবং বিপুল সংখ্যক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করা হচ্ছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তাঁদের ঐ সমস্ত মামলায় গ্রেফতার দেখাচ্ছে।

৩৯. গত ৮ অগাস্ট যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলা যুবলীগ নেতা তরিকুল হত্যার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ-যুবলীগের নেতাকর্মীরা বাঘারপাড়া উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও যশোর-৪ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য রনজিৎ রায়ের ছেলে রাজিব রায়ের নেতৃত্বে যশোর-নড়াইল ও নড়াইল-খুলনা সড়ক তিন ঘন্টা অবরোধ করে রাখে। কিন্তু বাঘাড়পাড়া থানার এসআই আব্দুল মতিন বাদি হয়ে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক প্রকৌশলী টিএস আইয়ুব হোসেন এবং জামায়াতে ইসলামী উপজেলা আমির ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নাসির হায়দারসহ ৪৮ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে নাশকতার মামলা দায়ের করেন। উল্লেখ্য, গত ৩ অগাস্ট সন্ধ্যায় উপজেলা যুবলীগের নেতা তরিকুল ইসলামকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তুলে নিয়ে যাওয়ার পর গত ৮ অগাস্ট নড়াইলে তাঁর গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়।[৫৪]

৪০. গত ২০ অগাস্ট পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানা হেফাজতে হাসানুর রহমান মিলন (২২) নামে এক যুবক মারা গেছেন। পুলিশের দাবি, মিলনকে গাঁজাসহ গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সে থানা হাজতের শৌচাগারেরর ভেন্টিলেটরের সঙ্গে কম্বল দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু মিলনের বাবা হাবিবুর রহমান অভিযোগ করেন, তাঁর বড় ছেলে হাসিবুলের শ্যালিকার সঙ্গে মিলনের প্রেমের সর্ম্পক থাকায় হাসিবুল মিলনকে

---

[৫৩] মানবজমিন, ৬ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=129374&cat=9/
[৫৪] মানবজমিন, ১২ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=130392&cat=9/

পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে। এরপর পুলিশ নির্যাতন করে মিলনকে হত্যা করেছে। মিলনের হত্যার প্রতিবাদে স্থানীয় জনতা থানা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে।[৫৫]

কারাগার পরিস্থিতি

৪১. *অধিকার* এর তথ্য মতে অগাস্ট মাসে ৪ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪২. বর্তমান সরকারের সময় বিরোধী রাজনৈতিকদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার জন্য গ্রেফতার অভিযান চালানোর ফলে অতিরিক্ত বন্দির কারণে কারাগারগুলোতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে এবং কারাবন্দিরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।[৫৬]

গণপিটুনি

৪৩. ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসে গণপিটুনিতে ৩ নিহত হয়েছেন। বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়া, আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি অবিশ্বাস ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে দেশে অপরাধী সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও আসন্ন নির্বাচন

৪৪. ক্ষমতাসীনদলের প্রতি তাদের মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্যের ফলে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। রকিব উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন আগের নির্বাচন কমিশনের মতো বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনগুলোতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে জাল ভোট দেয়া, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়াসহ ভোটারদের ভয় ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এসেছে।

---

[৫৫] প্রথম আলো, ২১ অগাস্ট ২০১৮

[৫৬] দি ডেইলি স্টার, ১ জুলাই ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/city/jails-overflowing-inmates-1598005

৪৫.২০১৮ সালের ডিসেম্বরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার মূল দায়িত্ব কেএম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন বর্তমান নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে সরকারের চরম দমন-নীতির কারণে বিরোধীদল কোন সভা-সমাবেশ করতে না পারা এবং তাদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে যেকোন অজুহাতে মামলা দায়ের এবং তাদের গ্রেফতার করায় নির্বাচনের আগে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। এই প্রতিকুল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোন চেষ্টা না করে বরং অনিয়মকে ন্যায্যতা দেয়ার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেএম নুরুল হুদাকে বিভিন্ন বক্তব্য দিতে দেখা যাচ্ছে। গত ৭ অগাস্ট কে এম নুরুল হুদা সাংবাদিকদের বলেন, "জাতীয় নির্বাচনে কোথাও কোন অনিয়ম হবে না- এমন নিশ্চয়তা দেওয়ার সুযোগ তাঁর নাই।"[৫৭] এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বস্তুত সংবিধানের একটি প্রধান কাঠামো রক্ষায় প্রকাশ্যেই অস্বীকৃতি জানালেন। ফলে নৈতিকভাবে তাঁর এই পদে থাকার কোন সুযোগ নেই। এদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এই বক্তব্যের সঙ্গে কমিশনের অন্য চার কমিশনার দ্বিমত পোষণ করলেও নির্বাচনে অনিয়ম ঠেকাতে তাদের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় নাই।[৫৮]

৪৬.বিভিন্ন যান্ত্রিক ত্রুটি এবং অনাস্থার কারণে বিশ্বের বহু দেশে ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে। সম্প্রতি ভারতের নির্বাচন কমিশনের ডাকা এক সর্বদলীয় বৈঠকে সমস্ত বিরোধীদল একযোগে ইভিএমের মাধ্যমে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে।[৫৯] আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপে বিএনপিসহ বেশীরভাগ বিরোধীদল নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিপক্ষে মত দিয়েছে। শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তাদের সমমনা কয়েকটি দল ইভিএমে ভোট গ্রহণের পক্ষে মত দেয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা অতীতে একাধিকবার বলেছেন, সবাই না চাইলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হবে না। কিন্তু নির্বাচন কমিশন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ৪৪ হাজার ভোটকেন্দ্রের জন্য দেড় লাখ ইভিএম কেনার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প অনুমোদন করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে।[৬০] গত ২৮ অগাস্ট নির্বাচন কমিশন সচিব হেলালুদ্দীন আহমেদ জানিয়েছেন, এবার একশত আসনে ইভিএম ব্যবহার করা হবে।[৬১]

---

[৫৭] প্রথম আলো, ১০ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1550916/
[৫৮] প্রথম আলো ,১০ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1550916/
[৫৯] মানবজমিন, ২৮ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=132581&cat=2/
[৬০] যুগান্তর, ১৮ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/81736/
[৬১] নয়াদিগন্ত, ২৯ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/344349/

৪৭. গত ৩০ অগাস্ট সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিধান যুক্ত করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার লিখিত আপত্তি দিয়ে সভা বর্জন করেন। মাহবুব তালকদার তাঁর লিখিত আপত্তিতে, বিনা দরপত্রে কেনা ইভিএমের কারিগরি পরীক্ষায় ঘাটতি, ইভিএম ব্যবহারে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা, ইভিএম নিয়ে ভোটারদের সন্দেহ ও অনভ্যস্ততা এবং ইভিএম ব্যবহারের ব্যাপারে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবসহ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেন।[৬২] বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত উপেক্ষা করে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হঠাৎ করে ইভিএম ব্যবহারের ব্যাপারে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিরপক্ষেভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাদের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত করেছে।

দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার

৪৮. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভাবে দেশে যে চরম দুঃশাসন চলছে, তার ফলে দুর্নীতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে এবং দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাচার করার অভিযোগ রয়েছে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অর্থ বাণিজ্যের সাময়িকী ফোর্বস ম্যাগাজিন সিঙ্গাপুরের ধনীদের তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় বাংলাদেশের সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খানের (আওয়ামী লীগে সাবেক মন্ত্রী ও বর্তমান সংসদ সদস্য কর্নেল (অবঃ) ফারুক খানের বড় ভাই) নাম উঠে এসেছে। সামিট গ্রুপ থেকে বিষয়টি স্বীকার করে বলা হয়েছে, তারা বৈধভাবে সেখানে বিনিয়োগ করেছে। অথচ বাংলাদেশের ডেপুটি গর্ভনর আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান বলেন, বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশ থেকে টাকা নেয়ার কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে সামিট গ্রুপের আয়কর ফাইলে সিঙ্গাপুরে বিনিয়োগের তথ্য উল্লেখ করা হয়নি বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্র নিশ্চিত করেছে।[৬৩] এভাবে বিদেশে টাকা পাচার বহুদিন ধরে চললেও দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর কোন ভূমিকাই রাখেনি বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪৯. গত ২০ অগাস্ট ফৌজদারি ও দুর্নীতির মামলায় সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের গ্রেফতার করতে সরকারের পূর্বানুমতির বিধান যুক্ত করে ‘সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা। সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতিকে আরো উৎসাহিত করতে এমন বিধান রাখা হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আইনটি প্রণয়ন হলে দেশে বৈষম্য সৃষ্টি হবে, যা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।[৬৪]

---

[৬২] প্রথম আলো, ৩১ অগাস্ট ২০১৮

[৬৩] যুগান্তর, ১৯ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/82162/

[৬৪] নয়াদিগন্ত, ২১ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/343086/

শ্রমিকদের অধিকার

৫০.তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা ঘটেই চলেছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। অগাস্ট মাসেও শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এবং শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও বন্ধ কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছে।

৫১.গত ১৪ অগাস্ট ঢাকার আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় বাঁধন করপোরেশন নামে পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতন-বোনাস পরিশোধ ও কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে আবদুল্লাহপুর-বাইপাইল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।[৬৫]

৫২.গত ১৬ অগাস্ট সরিষাবাড়ী উপজেলায় আলহাজ্ব পাটকলের শ্রমিকরা বকেয়া বেতন-বোনাসের দাবিতে সরিষাবাড়ী-ঢাকা সড়ক অবরোধ করলে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এই সময় পাঁচজন নারী শ্রমিক আহত হন।[৬৬]

বকেয়া বেতনের দাবিতে জামালপুরের সরিষাবাড়ী-ঢাকা সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন আলহাজ পাটকলের শ্রমিকেরা। ছবিঃ প্রথম আলো, ১৬ অগাস্ট ২০১৮

৫৩. *অধিকার* এর তথ্যমতে, অগাস্ট মাসে ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করার সময় ৬ জন নিহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৪ জন নির্মাণ শ্রমিক ও ২ জন রঙমিস্ত্রি ।

---

[৬৫] প্রথম আলো, ১৫ অগাস্ট ২০১৮

[৬৬] প্রথম আলো, ১৬ অগাস্ট ২০১৮ অনলাইন/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1553873/

প্রতিবেশী রাষ্ট্র

ভারত সরকারের আগ্রাসন

৫৪. ভারত সরকার বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক[৬৭], অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করে লাভবান হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সেসব দেশের রাজনৈতিক দল ও জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণে ভারত সরকার তার আগ্রাসন বন্ধ করতে বাধ্য হলেও বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদের কারণে বাংলাদেশে তাদের আগ্রাসন অব্যাহত রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ভারতের জন্য চতুর্থ রেমিটেন্স আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশে অনেক শিক্ষিত যুবক বেকার থাকলেও বহু সংখ্যক ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে উচ্চপদে চাকরি করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক হিসেব অনুযায়ী, ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পাঁচ লাখ ভারতীয় নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করছে।[৬৮]

৫৫. ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে বাংলাভাষাভাষী মুসলমানদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে রোহিঙ্গাদের মত তাদের বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করতে পারে ভারত সরকার এমন আশংকা তৈরি হয়েছে। গত ৩১ জুলাই ২০১৮ ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অফ সিটিজেন (এনআরসি) নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির সর্বভারতীয় প্রধান অমিত শাহ বলেন, অবৈধ বাংলাদেশীদের ভারত থেকে বের করে দেয়া হবে।[৬৯] অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ভারতের অবৈধ অভিবাসীদের প্রতিরোধ করার বিষয়টি ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির অন্যতম অঙ্গীকার। এই চুক্তি অনুযায়ীই আসামের ৪০ লাখ বাঙালিকে নাগরিক তালিকা থেকে বের করে দেয়া হতে পারে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন।[৭০]

৫৬. ভারতের আধিপত্য বিস্তারের নানামুখী তৎপরতার পাশাপশি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যদের বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে।

---

[৬৭] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলে থেকে অদ্ভুত একটি অকার্যকর সংসদীয় ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

[৬৮] যুগান্তর, ৩ জুলাই ২০১৮/ https://www.jugantor.com/national/66051/

[৬৯] যুগান্তর, ২ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/76345/

[৭০] 'অবৈধ অভিবাসী প্রতিরোধ মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির অঙ্গীকার'/ মানবজমিন ১৩ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=130631&cat=2/

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

৫৭. বহু বছর ধরে চলে আসা নিপীড়নের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমার মিলিটারি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে গণহত্যার শিকার হয়েছেন। এর সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট এবং এর পরবর্তীতে চালানো অভিযানগুলো। ইউএনএইচসিআর-এর হিসাব মতে ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্টের পর থেকে প্রায় ৯ লাখ[৭১] রোহিঙ্গা সবকিছু হারিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন। *অধিকার* ২০১২ সাল থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সরকার কর্তৃক চালানো নিপীড়নের ঘটনাগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে আসছে।

৫৮. *অধিকার* ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্টের পরে বাংলাদেশ পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলে মিয়ানমারের রাখাইন (আরাকান) রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে 'কিলিং ফিল্ড' থাকার বিষয়টি জানতে পেরেছে। এছাড়া *অধিকার,* ভিকটিম ও তাঁদের পরিবারের বক্তব্য সংগ্রহ করছে এবং এরই মধ্যে বেশ কিছু তথ্য জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধানী দল, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে জমা দিয়েছে। ভিকটিম ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে *অধিকার* জানতে পারে, মিয়ানমার মিলিটারি স্থানীয় বৌদ্ধ 'চরমপন্থীদের' প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে রোহিঙ্গাদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া, হত্যা, গুম, নারী ও মেয়েশিশুদের ধর্ষণ ও গণধর্ষণ করে হত্যা, শিশুদের আছড়ে ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। তাঁরা আরো জানান, মিয়ানমারে থাকাকালীন সময়ে বহুবছর ধরে তাঁরা চলাফেরার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ সব ধরণের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

৫৯. বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত ক্যাম্পগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে তাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার দেয়া ত্রাণের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন। *অধিকার-এর* তথ্যানুসন্ধানী দল গত ৫-৮ অগাস্ট ২০১৮ সরেজমিন পর্যবেক্ষণের জন্য রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন আশ্রয় ক্যাম্প পরিদর্শন করেছে। এইসময় রোহিঙ্গাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অপ্রতুলতা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ত্রাণ হিসেবে রোহিঙ্গাদের শুধুমাত্র চাল, ডাল, তেল নিয়মিত দেয়া হয় কিন্তু বেশিরভাগ রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবারের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে যেসব পরিবারে পুরুষ সদস্য বেঁচে নেই) নিজেদের কোন আয়ের পথ না থাকায় তাঁরা শাক-সবজি, মাছ-মাংস ইত্যাদি কিনে খেতে পারেন না। ফলে তাঁরা ও তাঁদের সন্তানেরা অপুষ্টিতে ভুগছেন। যদিও কিছু কিছু ক্যাম্পে কিছু কিছু পরিবারকে খুবই অল্প পরিমানে এসব সামগ্রী প্রদান করা হয়।

---

[৭১] https://data2.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees

৬০.রোহিঙ্গারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ের ঢালে কুঁড়েঘরে বসবাস করছেন। খাবার পানি ও স্যানিটেশন যথেষ্ঠ না থাকায় ক্যাম্পের ভেতরকার পরিবেশ আরো বেশী অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। ক্যাম্পগুলোতে স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। এছাড়া রোহিঙ্গাদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনো আড়ালেই রয়ে গেছে। সরাসরি সহিংসতার শিকার নারী-পুরুষ-শিশুরা বিশেষ করে ধর্ষণের শিকার নারীরা এবং পরিবারের সমস্ত সদস্য হারানো শিশুরা এখনো এক ধরণের 'ট্রমার' মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের জন্য নেই পর্যাপ্ত 'সাইকো-সোশাল কাউন্সিলিং'-এর ব্যবস্থা। যার ফলে, প্রতিনিয়ত তাঁরা মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন, যা তাঁদের আরো ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। যদিও কিছু সংস্থা 'সাইকো-সোশাল কাউন্সিলিং'-এর সেন্টার তৈরি করেছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ না থাকায় এবং এই সেন্টারগুলোর কাজ ও অবস্থান ভিকটিমদের সঠিকভাবে অবহিত না করায় তা ভিকটিমদের জন্য সহায়ক হচ্ছে না।

৬১. অন্টারিও ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি "ফোর্সড মাইগ্রেশন অফ রোহিঙ্গাঃ দি আনটোল্ড এক্সপেরিয়েন্স" নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৭ সালের অগাস্ট থেকে কমপক্ষে ১১৪,৮৭২ জন রোহিঙ্গা মারধরের শিকার হয়েছেন, ৪১,১৯২ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন, ২৩,৯৬২ জন রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়েছে, ৩৪,৪৩৬ জন রোহিঙ্গাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে, ১৭,৭১৮ জন বিভিন্ন বয়সের রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। প্রতিবেদনটিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৯৩% রোহিঙ্গা মিয়ানমারে বৈষম্যমূলক অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং এর প্রায় ৯০% রোহিঙ্গা জানান যে, তাঁরা "সব সময়ই" বৈষম্যের সম্মুখীন হতেন।[৭২]

৬২.যুক্তরাষ্ট্র সরকার, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে 'জাতিগত নিধন' ও ব্যাপক মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগে মিয়ানমারের তিনজন সামরিক কমান্ডার (অং কিয়াও জাও, খিন মং সউ, খিন হ্লায়িং), একজন পুলিশ কমান্ডার (থুরা সান লউইন) এবং দুটি সেনা ইউনিট (৩৩ তম ও ৯৯ তম লাইট ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন) এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। গত ১৭ অগাস্ট ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের 'টেরোরিজম এন্ড ফিন্যান্স ইনটেলিজেন্স' এর আন্ডার সেক্রেটারি সিগাল ম্যান্ডেলকার বলেন, "মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী দেশটির জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 'জাতিগত নিধন', ম্যাসাকার, যৌন নিপীড়ন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লংঘন করেছে। সুতরাং, যুক্তরাষ্ট্র ট্রেজারি, সরকারের কৌশলের অংশ হিসাবে এই ধরনের

72 https://www.researchgate.net/publication/326912213_Forced_Migration_of_Rohingya_The_Untold_Experience?enrichId=rgreq-da9a3d944a471efafb494c380efe8e05-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNjkxMjIxMztBUzo2NTgzNTI5NzU2NDI2MjRAMTUzMzk3NDk4OTE3Mg%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf

ভয়ংকর নিপীড়ন ও মানবিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য মিয়ানমার সেনা ইউনিট এবং এর নেতাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করছে।"[৭৩]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৬৩. অগাস্ট মাসেও নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। শিশু ধর্ষণের ঘটনা মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা ধর্ষণের শিকার নারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং ধর্ষক ক্ষমতাসীনদলের সদস্য হলে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। নারী ও শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার বিষয়টি হতাশাজনক।[৭৪] গণপরিবহনগুলোতেও নারীরা ব্যাপকভাবে যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন অথচ এর কোন প্রতিকার নেই। এছাড়া বাল্য বিয়ে সহায়ক ১৯ ধারাটি এখনও 'বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭'তে সংযুক্ত আছে। ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিশেষত: মেয়ে শিশুদের বিয়ের বৈধতা দিয়েছে আইনের এই বিশেষ ১৯ ধারা।

৬৪.অগাস্ট মাসে মোট ৭ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

৬৫. গত **২১** অগাস্ট ঢাকা জেলার সাভারের রাজাবাড়ি এলাকায় এক তরুণীকে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থী মঞ্জু ও শ্যামলসহ কয়েকজন উত্ত্যক্ত করে। মারুফ খান নামে এক কলেজ ছাত্র এর প্রতিবাদ করলে তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হলে তিনি মারা যান।[৭৫]

৬৬. অগাস্ট মাসে ১৪ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৭ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ও ৭ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৬৭.গত ২২ অগাস্ট টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতিতে দাবিকৃত যৌতুকের টাকা না পেয়ে শাপলা বেগম নামে এক গৃহবধুকে তাঁর শ্বশুড়বাড়ির লোকজন আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৭৬]

৬৮. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে মোট ৫০ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ৯ জন নারী ও ৪১ জন মেয়ে শিশু। ঐ ৯ জন নারীর মধ্যে ২ জন গণধর্ষণের

---

[73] https://www.aljazeera.com/news/2018/08/sanctions-myanmar-military-rohingya-ethnic-cleansing-180818061447427.html

[৭৪] নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার পরিস্থিতি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের জন্য চেষ্টা, যৌতুকের জন্য হত্যা, আত্মহত্যার প্ররোচনা আর যৌন নিপীড়নের মতো গুরুতর অপরাধে ঢাকা জেলার পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে ২০০২ সাল থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দায়ের হওয়া ৭ হাজার ৮৬৪টি মামলার প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪ হাজার ২৭৭টি মামলা, সাজা হয়েছে ১১০ টি মামলায়। অর্থাৎ বিচার হয়েছিল ৩ শতাংশের কম ক্ষেত্রে। বাকি ৯৭ শতাংশ মামলার আসামী হয় বিচার শুরু হওয়ার আগে অব্যাহতি পেয়েছে, নয়তো পরে খালাস পেয়েছে।

[৭৫] মানবজমিন, ২৫ অগাস্ট ২০১৭/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=132040&cat=9/

[৭৬] মানবজমিন, ২৫ অগাস্ট ২০১৭/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=132077&cat=9/

শিকার হয়েছেন ও ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৪১ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে ১ জন মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬৯. গত ১৪ অগাস্ট পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় অজ্ঞাত ব্যক্তিরা এক ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়া শিশুকে (১১) ধর্ষণের পর হত্যা করে এবং তাঁর মার ওপর যৌন সহিংসতা চালায় বলে তাঁর স্বজনরা অভিযোগ করেন। পুলিশ এই ঘটনায় ধর্ষণের শিকার শিশুর মাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে এবং তাঁর সাথে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎ করতে বাধা দেয়।[৭৭]

৭০. গত ১৭ অগাস্ট ২০১৮ বগুড়া জেলার ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খান মোহাম্মদ ইরফান ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ধুনট উপজেলা আওয়ামী লীগের এক সদস্য মোহাম্মদ আল হেলালকে গ্রেফতারের চার ঘন্টা পর গ্রেফতারী পরোয়ানায় ভুল ঠিকানা থাকার অজুহাতে তাকে ছেড়ে দেয়। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ৪ জুন বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মোহাম্মদ আল হেলাল শেরপুর উপজেলার একটি গ্রামে ১৮ বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ পওয়া যায়। এই ঘটনায় ভিকটিমের পরিবার শেরপুর থানায় মামলা করতে গেলে থানার তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খান মোহাম্মদ ইরফান মামলাটি গ্রহণ করেননি। ফলে ভিকটিমের পরিবার ২০১৭ সালের ৭ জুন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ বগুড়া আদালতে একটি ধর্ষণের মামলা দায়ের করলে আদালত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। গত ১৭ অগাস্ট ২০১৮ অভিযুক্ত মোহাম্মদ আল হেলালকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খান মোহাম্মদ ইরফান (পূর্বে শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) গ্রেফতারী পরোয়ানায় ভুল ঠিকানা থাকার অজুহাতে হেলালকে চার ঘন্টা পর থানা থেকে ছেড়ে দেয়।[৭৮]

৭১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে ৬ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২ জন মেয়ে শিশু ও ৪ জন বালক।

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৭২. সরকার *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য চার বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে

[৭৭] দি ডেইলি স্টার, ১৬ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/news/frontpage/6th-grader-gang-raped-killed-1621513

[৭৮] দি ডেইলি স্টার, ২০ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/news/backpage/rape-accused-let-go-technicality-1623265

বন্ধ করে *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে।[৭৯] মানবাধিকার কর্মী যাঁরা বর্তমানে নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা বিভিন্নভাবে হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছেন। *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীদের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত আছে।

[৭৯] ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে ৫ মে শাপলা চত্বরে হেফাজত ইসলামের সমাবেশে হামলা চালিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানোর প্রতিবেদন প্রকাশ করায় গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যদের পরিচয়ে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে আদিলুর রহমান খান এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলানকে কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী করে রাখা হয়, যাঁরা এখন জামিনে আছেন। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীনদলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু’র গুলিতে নিহত হন। কুষ্টিয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন মানবাধিকার কর্মী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন।

সুপারিশ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশন থেকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে।

২. নিরাপদ সড়ক ও কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ এবং সরকারিদলের দমনপীড়ন বন্ধ করতে হবে। আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য যারা গ্রেফতার হয়েছেন, তাঁদের সকলকে মুক্তি দিতে হবে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। পুলিশের সঙ্গে মিলে যারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালিয়েছে তাদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে।

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সরকারকে প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় এই আইনে গ্রেফতারকৃত শহীদুল আলমসহ সকলের মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের মুক্তি দিতে হবে।

৪. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিকদল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়রানি ও গ্রেফতার অভিযান বন্ধ করতে হবে এবং অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলা তুলে নিতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে।

৫. বিচারবিভাগের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৬. সরকারকে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে অথবা যে কোন অজুহাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। নারীদের রিমান্ডে নিয়ে তাদের ওপার যে নির্যাতন চালানোর অভিযোগ আছে তা বন্ধ করতে হবে।

৭. সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials মেনে চলতে হবে।

৮. জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ'র ওয়ার্কিং গ্রুপের ৩০তম সেশনে ৩য় দফায় বাংলাদেশের ইউপিআর পর্যালোচনায় সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সমস্ত সুপারিশ অবিলম্বে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

১০. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানসহ সংবাদ কর্মীদের ওপর আক্রমণকারীদের গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে।

১১. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে কারখানাগুলোয় যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে। নির্মাণ শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের বৈষম্য রোধসহ তাঁদের কাজের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং তাঁদের কাজের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

১২. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকারদলীয় দুর্বৃত্তরা যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৩. ভারতকে অবশ্যই বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার এবং সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে

হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করা এবং অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৪. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছে। এছাড়া জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ামার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ অন্যান্য দায়িদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

১৫. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।